দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

L

কারমাইকেল কলেজে ছাত্র শিবিরের হামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

পুলিশসহ আহত ৫০ ॥ গ্রেফতার শতাধিক

॥ রংপুর সংবাদদাতা ॥

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রতিবাদে ও কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে ছাত্র শিবিরের কর্মীরা গতকাল বুধবার কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এ সময় হামলাকারিরা কলেজ অধ্যক্ষের বাসভবন, মাইক্রোবাস, গণিত বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ও শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের বাসভবনের আসবাবপত্র, কলেজের বিভিন্ন বিভাগের দরজা-জানালার ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি অবনতির আশংকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ বিকালে স্টাফ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। গতকাল সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে ছাত্র এবং আজ বৃহিস্পতিবার (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কারমাইকেল কলেজে

(১৬শ পৃঃ পর)

সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পুলিশের সাথে হামলাকারিদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ব্যাপক লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় এএসপি শাহজাদা মোঃ আসাদুজ্জামান, এসআই সাইদুর রহমানসহ ১০ পুলিশ ও আরো ৪৩ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় ছাত্র শিবিরের শতাধিক ক্যাডার ও নেতা-কর্মীকে আটকের পাশাপাশি পুলিশী অভিযান চলে। ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিকালে জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমান ও পুলিশ সুপার হাসিব আজিজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশপাশের বিভিন্ন মেসে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের মেস ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

গত শনিবার রংপুরে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত সোমবার এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা গতকাল সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দেয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় পুলিশ বাধা দিলে মডার্ন মোড়ে যানবাহন ভাংচুর করে। রংপুরের সচেতন শিক্ষার্থীদের ব্যানারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে এ ঘটনার প্রতিবাদ ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবি জানান হয়েছে। তারা উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অবিলম্বে রংপুরে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরুর আহবান জানিয়েছেন।